এক নজরে সমবায় বিভাগ
ঝিনাইদহ।

সমবায় কিঃ সমশ্রেণী বা সমপেশাভূক্ত কতিপয় ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যৌথ উদ্যোগে বা কর্মসূচি গ্রহণ করে যে সংস্থা গঠন করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করে তাকেই বলা হয় সমবায়। সমবায়ের মূলমন্ত্র সাম্য, একতা, সহমর্মিতা।

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসঃ ১৮৪৪ সালে ইল্যান্ডের রচডেল শহরে ২৮জন তাঁত শ্রমিক ২৮ পাউন্ড মূলধন নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্রত নিয়ে গঠন করেছিল ''রচডেল সমতাবাদী অগ্রণীদের সমবায় সমিতি'' পরবর্তীতে রচডেল অগ্রণীদের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইউরোপের জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালীসহ অন্যান্য দেশে সমবায়ের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ এ্যাক্ট জারি করা হয়। পরবর্তিতে ১৯১২ সালে ''কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট জারি করা হয়। এরপর বঙ্গাদেশে ১৯৪০ সালে ''বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট ও ১৯৪২ সালে'' বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ রম্নলস জারি করা হয়।

পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের সমবায় আইন ও বিধিমালাকে যুগোপযোগী করার লক্ষে পূর্ববর্তী আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে সমবায় অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ও সমবায় নিয়মাবলী ১৯৮৭ জারি করা হয়। দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক পর সমবায় আইন ও বিধিমালাকে আরো গণমূখী, সহজবোধ্য ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার দাবী উঠে সমবায়ীদের পক্ষ থেকে। সমবায়ীদের এই দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৫ জুলাই ২০০১ তারিখে পাশ হয় ''সমবায় সমিতি আইন ২০০১'' সংশোধিত (২০০২ ও ২০১৩) এবং ১২ ফেব্রম্নয়ারী ২০০৪ তারিখে সরকার ''সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪'' প্রণয়ন করে। বর্তমানে দেশে এই আইন ও বিধিমালার আওতায় সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

১. বর্তমান আইন ও বিধিমালার প্রথমবারের মত সম্পূর্ণ বাংলায় প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ও সমবায়ীদের পক্ষে তা সহজবোধ্য হয়েছে।
২. সমবায় সমিতি আইন ২০০১'' এ মাত্র ৯০টি ধারা ও সমবায় নীতিমালা ২০০৪ এ ১৬৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের কাঠামোঃ বাংলাদেশ সমবায় অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পলম্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত।

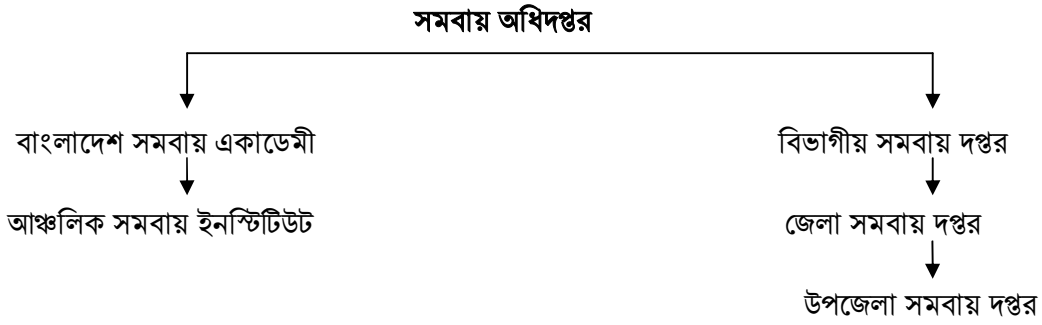

সমবায় সমিতির নিবন্ধন সংক্রামন্তঃ সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪, এর বিধি ৩ অনুযায়ী পেশাভিত্তিক ২৯ প্রকারের সমবায় সমিতি সমবায় অধিদপ্তর, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, জেলা সমবায় কার্যালয় ও উপজেলা সমবায় কার্যালয় এর মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়ে থাকে।

এছাড়াও বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ভূক্ত সিভিডিপি, বিআরডিবি, সিআইজি(কৃষি,মৎস্য,প্রাণী সম্পদ) আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) সমবায় সমিতি সমূহ উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে নিবন্ধিত হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা সংক্রান্ত ঃঃ সমবায় সমিতির মালিক একদল সমবায়ী এবং তা সমবায়ীদের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি আর্থিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তাই এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে প্রতি আর্থিক বছর নিরীক্ষা করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে সমবায় সমিতি ২০০১ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক।

সমবায় বিভাগের মাধ্যমে ২(দুই) প্রকার নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়ে থাকে যেমনঃ

১। সমবায় বিভাগীয় নিরীক্ষা সম্পাদন
২। বহিরাগত নিরীক্ষা সম্পাদন।

সমবায় বিভাগীয় নিরীক্ষা সম্পাদনঃ প্রতি সমবায় বর্ষ শেষে সমবায় সমিতি সমূহের বার্ষিক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে সমিতির সকল সম্পদ ও হিসাবপত্র সহ অন্যান্য সকল রেজিষ্টার ও বহি সমূহ নিরীক্ষা করা হয়।এই নিরীক্ষা সম্পাদন কালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪, এর ১০৭ বিধি মতে নীট লাভের ১০% হারে অডিট ফি বাবদ রাজস্ব আদায় করা হয়ে থাকে। সমবায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীট লাভের ৩% হারে সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায় করা হয়ে থাকে।

বহিরাগত নিরীক্ষা সম্পাদনঃ জেলা প্রশাসক ও এমপি মহোদয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ঃঃ সমবায় সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য অত্র দপ্তর হতে ২(দুই) প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

১। প্রাক্ নিবন্ধন প্রশিক্ষণ ।
২। ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ।
৩। সমবায় সর্ম্পকিত অবহিত করণ সভা।

এছাড়া আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট ও সমবায় একাডেমীতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তদমন্ত সংক্রামন্তঃ অত্র কার্যালয় হতে ২(দুই) প্রকার তদমন্ত সম্পাদন করা হয়

১। বিভাগীয় তদমন্তঃ এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সমিতির প্রয়োজনে তদমন্ত কার্য সম্পাদন করা হয়।
২। বহিরাগত তদমন্তঃ স্থানীয় প্রশাসন, সংসদ সদস্য, বিচার বিভাগকর্তৃক আদেশকৃত তদমন্ত সম্পাদন করা হয়।

টেস্ট অডিটঃ সমবায় সমিতির নিবন্ধক যদি মনে করেন নিরীক্ষক আইন, বিধি বা নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ না করে নিরীক্ষা সম্পাদন করেছেন কিংবা নিরীক্ষাপ্রতিবেদনে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন তথ্য গোপন করেছেন সেক্ষেত্রে নিবন্ধক কিংবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তির দ্বারা টেস্ট অডিট সম্পাদন করতে পারেন।

তদারকি /পরিদর্শনঃ সমবায় সমিতির নিবন্ধক যে কোন কারণে যে কোন সমবায় সমিতি পরিদর্শন/ তদারকী করে থাকেন। তাছাড়া তাঁর আওতাধীন বিভিন্ন অফিস পরিদর্শন করে থাকেন।

অবসায়ন/ নিবন্ধন বাতিলঃ সমবায় সমিতি সমূহের নিবন্ধন করার ক্ষমতা যেমন নিবন্ধকের আছে তেমনি সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল এবং নিস্ক্রিয় সমিতি গুটিয়ে ফেলা বা বিলুপ্ত করার ক্ষমতাও রয়েছে। কোন সমবায়

সমিতি সঠিক ভাবে পরিচালিত না হলে বা অকার্যকর থাকলে নিবন্ধক সমবায় সমিতি আইন,২০০১(সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) অনুযায়ী সমিতির নিবন্ধন সরাসরি বাতিল করে থাকেন।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি বাতিল না করে অবসায়নে ন্যসত্ম করে থাকেন এবং অবসায়ন কার্যক্রম শেষ হলে নিবন্ধন বাতিল করে থাকেন।

প্রকল্প সমূহঃ

- **আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফেইজ -২)ঃ** ঝিনাইদহ জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় ১টি আশ্রয়ণ ও ১৫টি আশ্রয়ণ (ফেইজ -২) প্রকল্পে ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- এলজিইডি এর সাথে যৌথ স্বাক্ষরে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে (জিকে) সমবায় সমিতি।
- কৃষি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, যৌথ স্বাক্ষরে (সিআইজি) সমবায় সমিতি।
- সিভিডিপি।
- ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার।

কর্মসংস্থানঃ ১। সরাসরি কর্মরতঃ পুরম্নষ -১৮৮জন, মহিলা- ৫৪জন সর্বমোট- ২৪২জন।
২। আত্নকর্মসংস্থানঃ পুরম্নষ -১৩২জন, মহিলা- ৫০জন সর্বমোট- ১৮২জন
৩। সমিতির নিজস্ব প্রকল্পে কর্মরতঃ ৪৫ জন পুরম্নষ।
৪। সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে কর্মরতঃ ৩১ জন পুরম্নষ,৫০ জন মহিলা সর্বমোট - ৮১ জন।

লভ্যাংশ বিতরণঃ সমবায় সমিতি হতে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

প্রচার প্রকাশনাঃ পত্রিকা,জার্নাল,সমবায় বার্তা, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন।

ঝিনাইদহ জেলার বর্তমানে সমবায় বিভাগীয় প্রাথমিক ৭৬৯ টি এবং কেন্দ্রীয় ৬টি সমবায় সমিতি রয়েছে। বিআরডিবি ভূক্ত ১৭টি কেন্দ্রীয় ও ১৩২৫ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে। প্রাথমিক সাধারণ সমিতির মধ্যে ৭টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফেইজ -২) প্রকল্পের আওতায় ৬টি উপজেলায় ১টি আবাসন ও ১৫টি আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পে ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এসব প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে তদারকি করা হয়ে থাকে।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাঃ

১. জেলা অফিসের নিজস্ব ভবন নাই।
২. উপজেলা সমবায় অফিসারের পদ ২য় শ্রেণী গেজেটেড কর্মকর্তা হওয়ায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।
৩. জেলা ও উপজেলাতে নিজস্ব যানবাহন ব্যবস্থা নাই।
৪. পদোন্নতির গতি শম্নথ।

সীমাবদ্ধতা সাত্ত্বেও অত্র বিভাগের বিভিন্ন ইউনিট সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার হিসেবে সমানভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারি কর্মসূচী এবং জনস্বার্থের সাথে সংগতি রেখে সমবায় সমিতি গঠন, নির্বাচন, মূলধন সৃষ্টি বৃত্তি মূলক দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অনুপ্রেরণা সৃষ্টিসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ বৃদ্ধিতে অত্র কার্যালয় গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

A